বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮

(২০১৮ সনের ১৭ নং আইন)

Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983 রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তপশিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983 (Ordinance No. LXIX of 1983) রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(২) "ট্রাস্ট" অর্থ ধারা ৩ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট;

(৩) "ট্রাস্টি" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের কোনো সদস্য;

(৪) "ট্রাস্টি বোর্ড" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;

(৫) "তহবিল" অর্থ ধারা ১২ এ উল্লিখিত বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল;

(৬) "প্রবিধান" অর্থ ধারা ১৮ এর অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৭) "বিধি" অর্থ ধারা ১৭ এর অধীন প্রণীত বিধি;

(৮) "ভাইস চেয়ারম্যান" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান;

(৯) "সচিব" অর্থ ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত ট্রাস্টের সচিব; এবং

(১০) "সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান।

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা

৩। (১) Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983 (Ordinance No. LXIX of 1983) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Buddhist Religious Welfare Trust এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

ট্রাস্টের কার্যালয়

৪। (১) ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ড, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

ট্রাস্টি বোর্ড গঠন

৫। (১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ০২ (দুই) জন সংসদ-সদস্য, যাহারা সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন।

(গ) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; এবং

(ঘ) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ০৮ (আট) জন ট্রাস্টি।

(২) সচিব, ট্রাস্টি বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) সরকার উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন মনোনীত ট্রাস্টিগণের মধ্য হইতে ১(এক) জনকে ভাইস-চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনীত করিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন মনোনীত ট্রাস্টিগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে ট্রাস্টি হিসাবে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে সরকার কোনে মনোনীত ট্রাস্টিকে কোনোরুপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন মনোনীত কোনো ট্রাস্টি যে কোনো সময় চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে ট্রাস্টির দায়িত্ব পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৬) ট্রাস্টি পদে কেবল শূন্যতা বা ট্রাস্টি বোর্ড গঠনে ত্রুটি থকিবার কারণে ট্রাস্টি বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৬। ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কল্যাণসহ সার্বিক কল্যাণ সাধন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে কার্য পরিচালনা করা।

ট্রাস্টি বোর্ড সভা

৭। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে ট্রাস্টি বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়, তারিখ ও স্থানে সচিব কর্তৃক আহূত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যানদ্বয় ক্রমানুসারে এবং তাদের অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ট্রাস্টি সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) অন্যূন ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৫) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

ট্রাস্টের কার্যাবলি

৮। ট্রাস্টের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারসহ বাংলাদেশে বসবাসরত সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতিবোধ দৃঢ়করণের লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা;